بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আন নাফির বুলেটিন - ৩৩

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য কে প্রস্তুত আছে? কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে!

ক্রুসেডার ফ্রান্স তার কুচক্রী ও বিদ্বেষী নেতৃত্ব ম্যাক্রনের কারণে ইসলাম ধর্মের সাথে তার শত্রুতা অব্যাহত রেখেছে। এমনকি করোনা মহামারীর মহা-দুর্যোগে বিপাকে পড়া সত্ত্বেও ইসলাম ধর্মের সাথে তার শত্রুতার পরিমাণ কমেনি, বরং তার শাসিত অঞ্চলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে শত্রুতার উৎসগুলোকে আরো জোরদার করেছে। ফ্রান্সের নিকৃষ্ট লোকেরা ইসলাম ধর্মের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে বিদ্রূপ করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। তারা নতুন করে এটা প্রমাণ করেছে যে, তাদের মূল শত্রু - ইসলাম ধর্ম। ইসলামের বিরুদ্ধে তারা সৈন্য দিয়ে যুদ্ধ করছে। তাদের বিমানগুলোর মাধ্যমে আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, মালি ও অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতে বোমাবর্ষণ করছে। আর নিজেদের দেশে ইসলামের সম্মানিত প্রতীকগুলোর সাথে যথাসাধ্য যুদ্ধ করছে। তারা আযান, অশ্লীলতা মুক্ত থাকা, পর্দা ও ইসলামের দায়ী'দেরকে তাদের যুদ্ধের টার্গেট বানিয়েছে।

ক্রুসেডারদের এই সকল হামলার প্রতিরোধে মুসলিম যুবকদের দায়িত্ব হল - নিজেদের ছুরি-চাপাতিগুলো তীক্ষ্ণ-ধারালো করে ও বিস্ফোরক প্রস্তুত রেখে তাদের ক্ষুদ্র জীবনকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান রক্ষার্থে বিলিয়ে দিবে। যুবকদের এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে চেচনিয়ান যুবক (আল্লাহ তাকে কবুল করুন) (রসূলের কটূক্তিকারী কুলাঙ্গার শিক্ষককে জবাই করে) জালিলুল কদর সাহাবি মুহাম্মাদ বিন মাসলামার ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করেছেন। একদা কোন এক মজলিসে যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন,

مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ أنا يَا رَسُوْلَ اللهِ

অর্থ: কা'ব ইব্‌নু আশরাফের হত্যা করার জন্য কে প্রস্তুত আছ? কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মাদ ইব্‌নু মাসলামা (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) দাঁড়ালেন, এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি প্রস্তুত। (আবু দাউদ-হাদিস নং-২৭৬৮, সহিহ)

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা আল্লাহর রাসূলের কথার উত্তরে বীরত্বের সাথে সাড়া দিয়ে বলেছিলেন "হে আল্লাহর রাসূল! আমি প্রস্তুত"।

আমাদের এই চেচনিয়ান ভাইও মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুসরণ করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহবানে কাজের মাধ্যমে লাব্বাইক বলেছেন।

আমাদের শীশানী ভাই মুহাম্মাদ বিন মাসলামা (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) এর উক্তি "হে আল্লাহর রাসূল! আমি প্রস্তত" – এই সুরে সুর মিলিয়ে তার বরকতময় চাপাতি নিয়ে ব্যঙ্গকারী ক্রুসেডারকে জবাই করে পাওনা বুঝিয়ে দিয়েছেন। যেমনিভাবে এক অন্ধ সাহাবি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেয়ার কারণে নিজ স্ত্রীর পেটে তলোয়ার বিদ্ধ করে হত্যা করেছিলেন।

সুতরাং হে চেচনিয়ান ভাই! তুমি ব্যবসায় সফল হয়েছ। তোমার পরকাল নিরাপদ হোক, তুমি সৌভাগ্যশীল হও, তোমার জান উৎসর্গ করার কারণে তোমাকে অভিবাদন!

ইসলামের প্রতি ফ্রান্সবাসীর শত্রুতা ও দৃষ্টতার মনোভাব, অথবা মুসলিমদের প্রতি ফ্রান্সের দুশমনির কারণ তালাশ করার প্রয়োজন নেই। বরং মুসলিমদের জন্য এখন কাজ হলো –কুরআনে কারীমের প্রতি মনোনিবেশ করা। এই কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন – কুফফাররা ইসলামের ব্যাপারে তীব্র শত্রুতা ও বিদ্বেষ তাদের অন্তরে লালন করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে আরও জানিয়েছেন যে, মুসলিমরা কুফফারদের পক্ষ থেকে অনেক কটূক্তির সম্মুখীন হবে। তারা ইসলাম ধর্মকে ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্র বানাবে। সেই সাথে যে পরিমাণ শত্রুতা ও বিদ্বেষ তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রদর্শন করে তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা তারা অন্তরে লালন করে।

সুতরাং মুসলিমদের কর্তব্য হল – আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান রক্ষার্থে – আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের প্রতি শত্রুতা পোষণকারীর মাথাকে দেহ থেকে আলাদা করে ফেলা। এটা এই জন্য যে, শুধু মাত্র তরবারির ভাষায়-ই কুফফারদেরকে বুঝাতে সক্ষম। তাই তাদের ক্ষেত্রে কাওয়াশী ভাইদের বুলেট, আসাদ মুহাম্মাদ বুওয়াইরী ও চেচনিয়ান যুবকের চাপাতি এবং আবু গরীব আল-মক্কীর (আবু গরীব আল-মক্কী পাকিস্থানে ডেনমার্কের দূতাবাসকে ধ্বংস করে দিয়েছিল) বিস্ফোরক ব্যতীত অন্য কিছু কাজে আসবেনা।

পরিবেশনায়: আন-নাসর মিডিয়া
রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরী

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ মু'মিন হবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নবী তার সন্তানাদি, পিতা-মাতা ও অন্য সকল মানুষ থেকে বেশী প্রিয় না হব। (বুখারী ও মুসলিম)"

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেছেন:

"এই কথার উপর সকল উলামায়ে কেরাম একমত যে, কোন ব্যক্তি – সে মুসলমান হোক বা কাফের - নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিলে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।"

#ইল্লা রাসূলুল্লাহ

#ফ্রান্সের পণ্য বর্জন করা হোক

কে আছো ম্যাক্রন থেকে প্রতিশোধ নিবে? কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে

হে ইউরোপ ও ফ্রান্সের মুসলিম ভাইয়েরা -

বর্তমানে আপনাদের সামনে জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত। আর এতে সন্তুষ্টচিত্তে জান উৎসর্গকারী সত্যিকারের প্রেমিকরাই প্রবেশ করবে। সুতরাং আপনারা জেগে উঠুন! কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। সচ্ছল-অসচ্ছল, যুবক-বৃদ্ধ, দল বেঁধে-একাকী যেভাবে সম্ভব বের হয়ে ব্যঙ্গকারী কাফেরদের বিরুদ্ধে আপনারা অপারেশন পরিচালনা করুন। এমন কিছু করুন যাতে আপনাদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। যেন আপনাদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য আসে।

এমন আগুন প্রজ্বলিত করুন যা স্তিমিত ও নির্বাপিত হবেনা, এমন যুদ্ধ শুরু করুন যা বন্ধ হবেনা। সুতরাং কথা কম হবে এবং কাজ হবে বেশি। যে যার সাধ্য মত তাদের অপকর্ম প্রচার করুন ও প্রতিরোধ করুন। শক্তিশালী বয়কটের অভিযান মজবুত করুন। মনে রাখবেন, ব্যঙ্গকারী এই সমস্ত নিকৃষ্ট লোকদের সমর্থন দিয়ে ক্রুসেডার ফ্রান্স নিজেই নিজেকে – আল্লাহর রাসূলের সম্মান রক্ষাকারী প্রেমিকদের টার্গেট বানিয়েছে।

পশ্চিমা ক্রুসেডার ও বিশ্বাসঘাতক মুরতাদ শাসকরা ইতিপূর্বে 'শার্লি হেবদো' পত্রিকার নিহতদের কফিনে সমবেদনা জানিয়ে, তাদের নিকৃষ্ট পদ্ধতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঠাট্টা-বিদ্রূপের উপর একমত প্রকাশ করেছে। সেই হামলায় নিহতরা - নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানে আঘাত করার কারণে – জান উৎসর্গকারী দুই মুসলিম যুবক –শরিফ ও সাঈদ কাওয়াশী রহিমাহুমাল্লাহ এর হাতে তাদের পাওনা বুঝে পেয়েছে। তারা প্রমাণ করেছে, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান রক্ষার জন্য আল্লাহ তা'আলার পর মুসলিম জাতি সদা প্রস্তুত।

মুসলিম উম্মাহ'র সকলকে আমরা ফ্রান্সের পণ্য বর্জন করা ও অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে এই বরকতময় অভিযানে শামিল হওয়ার আহবান করছি। উম্মাহর সকল উলামায়ে কেরাম, চিন্তাবিদ, নেতৃবর্গ, ব্যবসায়ী ও সকলকে – ক্রুসেডার ফ্রান্সের এই জঘন্য অপরাধের বিষয়টি ব্যাপক প্রচারণা চালানোর আহবান জানাচ্ছি। সেই সাথে সকলকে আহবান জানাচ্ছি - তারা যেন শুধুমাত্র এই ধরণের পদক্ষেপ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না থাকে।

শরিফ ও সাঈদ কাওয়াশী

“ শাইখ নাসর আল আনছী বলেন:

বরকতময় প্যারিস অভিযানঃ:-

আমরা তানযিম আল-কায়দা জাযিরাতুল আরব শাখার পক্ষ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এই অপারেশনের পরিকল্পনা করেছি। আমরা উম্মাহর কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছি যে, এই ধরনের পদক্ষেপ, পরিকল্পনা ও কার্যক্রম তানযিমের নেতৃত্ব দানকারীরা পরিচালনা করে থাকেন আল্লাহর আদেশ পালনার্থে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান রক্ষার লক্ষ্যে। অতঃপর আমাদের সকলের আমির মুহতারাম শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহুর আদেশ পালনার্থে ও শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহর অসিয়ত বাস্তবায়নের জন্য। শাইখ আনওয়ার আল-আওলাকি সমগ্র জীবন জুড়ে অপারেশন কমান্ডারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি তার জীবদ্দশায় ও শহীদ হওয়ার পরেও পশ্চিমা বিশ্বকে আতঙ্কিত করে রেখেছেন।

এই বরকতময় অপারেশন বাস্তবায়ন করেছেন শরিফ ও সাঈদ নামক দুই মুসলিম যুবক ভাই, রহিমাহুল্লাহু তা'আলা। ”

বরং এর সাথে সাথে তারা যেন জান ও মাল দিয়ে জিহাদি সংগঠনগুলোর হামলার সংবাদ প্রচার করে। মুজাহিদদের পক্ষ থেকে ফ্রান্সকে নিন্দা জানানোর বিষয়টিও উল্লেখ করে, বিশেষ করে মাগরিবের তথা মরক্কো-আলজেরিয়ার মুজাহিদদের কথা, যারা নতুন পুরাতন দখলদার ও ফ্রান্সের পতাকাবাহী ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

উলামায়ে কেরাম যেন পণ্য বয়কটের সাথে সাথে মুজাহিদদের হামলার নিন্দা না করে। বিশেষ করে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতৃত্ব দানকারী বিলাদুল মাগরিবের মুজাহিদদের বিরুদ্ধে।

কবিতা

রোম ইসলাম ধর্মে দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করেছে

ফলে তারা পরীক্ষা স্বরূপ যা ইচ্ছা নিক্ষেপ করেছে

এখন মুসলিমদের মধ্যে সম্ভ্রম থাকলে

বন্দি মুক্ত করবে ও ইজ্জত রক্ষা করবে

তারা সাধ্যমত তাদের ধর্মকে মুক্ত করেছে ও সাহায্য করেছে।

কাফেররা যখন ইসলাম ধর্মকে তুচ্ছ করার ইচ্ছা করেছে

এই অবস্থায় হে মুসলিমগণ! তোমাদের কি হল?

কত কাল তোমরা পাল্টা জবাব দেওয়া থেকে বিরত থাকবে?

তোমরা আল্লাহর পথের আহ্বানকারীদের ডাকে সাড়া দাও,

অথবা অজুহাত পেশ কর। কিন্তু অজুহাত খুঁজে পাবে না,

আমার রব সাক্ষী, আর সাক্ষী হিসাবে তিনিই যথেষ্ট

আমি তোমাদেরকে প্রকাশ্যভাবে আল্লাহর দিকে আহবান করছি।

শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ

“ যাদিও আমাদের মাহিলা ও শিশুদের হত্যা হয়ে যাওয়া আমাদের জন্য অনেক বড় বিপর্যয়, তবে এটাও হাল্কা হয়ে গেছে যখন তোমাদের অবিশ্বাস (কুফর) মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। তোমরা সম্প্রতি মতবিরোধ ও লড়াইয়ের শিষ্টাচার অতিক্রম করে এই অপমানজনক কার্টুনগুলো প্রকাশ করেছ। এটি আমাদের জন্য আরও বড় ও মারাত্মক বিপর্যয় এবং এর জন্য তোমাদেরকে চড়া মূল্য দিতে হবে। ”

শাইখ আনওয়ার আল আও লাকি রহিমাহুল্লাহ

“ “আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্ব ফাসেক ও কাফেরদের সকল ধরনের বাকস্বাধীনতার উদারতা দেখায়। তারা এমন সত্য ব্যতীত সব কিছুতে উদারতা দেখায় যেই সত্য তাদেরকে লাঞ্ছিত করবে। আমরা তোমাদের অত্যাচার প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধের পথ বেছে নিয়েছি, আর আমরা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবিচল থাকব ইনশা আল্লাহ। আর অচিরেই তোমরা আমাদের দৃঢ়তা অবলোকন করতে পারবে” ”

শাইখ আয়মান আয যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ

“ যারা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেওয়া তাদের সম্মানের কারণ মনে করে, যারা আপনাদের দেশ দখল করতে এসেছে ও আপনাদের ভাইদেরকে হত্যা করছে, এই অবস্থায় আপনারা কিভাবে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন? অথচ আপনাদের রব সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন- النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ “নবী মু'মিনদের নিজেদের জানের থেকে শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য”[সুরা আহযাব ৩৩:৬] ”